সম্পাদনা প্রসঙ্গে কিছু কথা

মানব সমাজের শিকড় তার অতীত ইতিহাসের গর্ভে প্রোথিত । নানা কারণে আমাদের দেশের ইতিহাস বার বার ধ্বংসের ও বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছে, তার সংরক্ষণ ও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে । মূলের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগের অভাবে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যোগসূত্রের অভাবে আমাদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ব্যাহত, খন্ডিত ও বিকৃত ।

দিলীপ বাগচী ছিলেন ইতিহাসের সাক্ষী, ইতিহাসের অংশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেই ইতিহাস । অসামান্য রসিক দিলীপদার রসবোধের প্রকাশ ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে । কি কথায়, কি লেখায় । লক্ষ্য যে সবসময় প্রতিপক্ষ থাকতো, তা নয়, কখনো কখনো তা নিজের বা নিজেদের উদ্দেশ্যেও নিক্ষিপ্ত হতো । নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যায়, নিজের সার্ভিস বুকে নিজের হাতে 'ফ্রিল্যান্স মার্কসিস্ট' বলে উল্লেখ করা দিলীপদা একদিন বলেছিলেন, 'বুঝলে, ভারতের মার্কসবাদীরা সব হোমিওপ্যাথি মার্কসিস্ট', এবং এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'হোমিওপ্যাথির মাদার টিঞ্চারকে তুমি যত ডিভাইড করবে, তার স্ট্রেন্থ তত বাড়বে । আমরা, ভারতের মার্কসবাদীরাও তাই, যত স্প্লিট তত শক্তিবৃদ্ধি ।'

সত্তরের দশকের নকশালপন্থী আন্দোলন স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় সমাজকে গভীরতা ও ব্যাপকতার বিচারে সবচেয়ে বেশি ঝাঁকুনি দিয়েছিল । এই আন্দোলন তথা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন ও ইতিহাস আজও তৈরি হয়নি । 'হোমিওপ্যাথি' দশা চলছে । এখনও পর্যন্ত যা হয়েছে, তা হয়েছে অনেকটা 'অন্ধের হস্তি দর্শন' । যাঁরা দিলীপদার সৃষ্টিকর্মে, তাঁর প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ রচনা, ছড়া, গান, বিতর্ক, চিঠি ইত্যাদিতে নজর রাখবেন, তাঁরা যদি ইতিহাস রচনা ও সংরক্ষণে আগ্রহী হন, অনেক মালমশলা পেয়ে যাবেন । মতামত সবসময় তাঁর সাথে না মিললেও আলোচনা ও বিতর্কের অনেক উৎসমুখ খুলে যেতে পারে । এই গ্রন্থ সম্পাদনা এবং এর পেছনে পরিশ্রমের প্রেরণা বা তাগিদটাই হল ইতিহাস সংরক্ষণে, ক্ষুদ্র ও আংশিক হলেও, ভূমিকা নেওয়া ।

এই কাজের উদ্যোগে যাঁরা পূর্বসূরী, নানা কারণে তাঁরা কাজটি করে উঠতে না পারলেও, সংকলনের ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়েছিলেন । তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এজন্য যে তাঁদের জন্যই আমাদের পরিশ্রম ও সময় অনেকটা লাঘব হয়েছে । যদিও এটি একটি অসম্পূর্ণ সংকলন । বেশ কিছু রচনা ও গানের উল্লেখ আমরা দিলীপদার লেখায় এবং বিভিন্নজনের কথায় পেয়েছি,

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

যেগুলো সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি - সংগ্রহ করা যায়নি বলে। দিলীপদার পাঁচ ছ'টি গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করা গেলেও সেগুলো এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না বলে একটা আফশোস থেকে গেল। দিলীপদার প্রয়াণের পর ছ'বছর অতিক্রান্ত বলে একটা তাড়াও ছিল, আর অপেক্ষা করতে মন সায় দেয়নি। এই সংকলনের বাইরে যা থেকে গেল, সেগুলো যদি কারো কারো সংগ্রহে থেকে থাকে, তাঁরা যদি ভবিষ্যতে সেগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

লিখিত ইতিহাসই সম্ভবত ইতিহাস সংরক্ষণের সেরা মাধ্যম। যে সমস্ত পত্রিকা দিলীপদার লেখাগুলোকে ছাপার অক্ষরে ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের জন্য এই গ্রন্থ বাস্তবায়িত হতে পেরেছে বলে তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিষয়বস্তু সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রকাশনা প্রভৃতির কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায় আমাদের।

শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।